ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার -১৩/০৪/২০১৮ ।।

১৫ এপ্রিল ব্রজপুরে বৈশাখী মেলা

বিশালগড়, ১৩ এপ্রিল।। ব্রজপুর শিববাড়ী উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় আগামী ১৫ এপ্রিল ২০১৮ ব্রজপুর শিববাড়ী নাট মন্দিরে বৈশাখী মেলা উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন ব্রজপুর রামকৃষ্ণ মিশন ও শক্তিমঠের অধ্যক্ষ স্বামী দেবেশানন্দ মহারাজ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। সভাপতিত্ব করবেন সমাজ সেবী নন্দলাল ধর। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশালগড় মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের শিল্পীবৃন্দ সহ রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীগণ অংশ নেবেন।

হেজামারা বি এ সি-র সভা অনুষ্ঠিত

মোহনপুর, ১৩ এপ্রিল।। হেজামারা ব্লক উপদেষ্টা কমিটির এক বিশেষ সভা গতকাল বি এ সি হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণে গুণগত মান বজায় রেখে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে বলেন। অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র ও বিদ্যালয়গুলিতে পঠন পাঠনের বিষয় নিয়ে খোঁজ খবর করতে সি ডি পি ও এবং বিদ্যালয় পরিদর্শকদের নির্দেশ দেন। সভায় বি ডি ও মানিক চাকমা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা ও হিসাব পেশ করেন। সভায় বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ নিজ নিজ দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য তুলে ধরেন। বি এ সি চেয়ারম্যান এম ডি সি কুমুদ দেববর্মার সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ, বিভিন্ন এ ডি সি ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যানগণ ও ভাইস চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন।

তেলিয়ামুড়ায় প্রাণী টিকাকরণ শিবির

তেলিয়ামুড়া, ১৩ এপ্রিল।। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে গতকাল তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহারাণীপুরে গৃহপালিত প্রাণীদের জন্য একটি টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ১২১টি গবাদি পশুর টিকাকরণ করা হয়। তেলিয়ামুড়া মহকুমার প্রাণী সম্পদ বিকাশ কার্যালয় থেকে এতথ্য জানানো হয়।

রাজ্যে নানা অনুষ্ঠানে পালিত হবে আম্বেদকরের ১২৮তম জন্মজয়ন্তী

আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও তপশীলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে বাবা সাহেব ড. বি আর আম্বেদকরের ১২৮তম জন্মজয়ন্তী সমারোহ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হবে। এই মহতি অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য গত ২ এপ্রিল মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সভাপতিত্বে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বিধায়কগণ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এই দিনের সভায় ৫৮ জন সদস্য/সদস্যা নিয়ে প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, সহ সভাপতি হয়েছেন বিধায়ক ডা: দিলীপ কুমার দাস। এদিনের সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, আগামী ১৪ এপ্রিল সকাল ৮টায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে ড. বি আর আম্বেদকরের মর্মর মূর্তিতে পুস্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হবে। এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব উপস্থিত থাকবেন।

আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য ভিত্তিক আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন প্রস্তুতি কমিটির সহ সভাপতি বিধায়ক ডা: দিলীপ কুমার দাস এ সংবাদ জানান। তিনি আরো জানান, এদিন এই উপলক্ষ্যে দুপুর ১২টায় উমাকান্ত ময়দানে ফুটবল খেলার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা হবে। আগামী ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত দৌড়, ব্যাঙ দৌড়, সর্ট-পোর্ট নিক্ষেপ, হাঁড়ি ভাঙ্গা, দড়ি টানা টানি, ভলিবল, মিউজিক্যাল চেয়ার ইত্যাদি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এদিন পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে ক্রীড়া অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে।

ঐ দিন (১৪ এপ্রিল) বেলা ৩টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে সামাজিক ন্যায় ও ড. বি আর আম্বেদকর শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই আলোচনা সভায় উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস, বিধায়ক ডা: দিলীপ কুমার দাস, বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ জীতেন্দ্র সরকার প্রমুখ। মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা ইউনিভারসিটির প্রফেসর সত্যদেও পোদ্দার। বিধায়ক ডা: দাস আরো জানান, এ দিন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে সন্ধ্যা ৬ টায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নীহারিকা সহ রাজ্যের একঝাঁক গুণী শিল্পীদের সাথে কলকাতার বিশিষ্ট লোক শিল্পী অভিজিৎ আচার্য্য উপস্থিত থাকবেন।

তিনি জানান, এ ছাড়াও রাজ্যব্যাপী বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ব বিদ্যালয় স্তরের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বিদ্যালয়স্তরে ছাত্র ছাত্রীদের প্রবন্ধের বিষয় হল- ড. বি আর আম্বেদকরের জীবন ও আদর্শ এবং মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ব-বিদ্যালয় স্তরের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে প্রবন্ধের বিষয় হল সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে ড. বি আর আম্বেদকরের প্রাসঙ্গিকতা। প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক স্তরের ছাত্র ছাত্রীদের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীদের ১৪ই এপ্রিল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত আলোচনা সভায় পুরস্কৃত করা হবে।

ড. বি আর আম্বেদকরের ১২৮তম জন্মজয়ন্তী সমস্ত মহকুমার সদর দপ্তরেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হবে। এছাড়াও এ উপলক্ষ্যে আগরতলা এবং অমরপুরে মেলার আয়োজন করা

হয়েছে। অনুষ্ঠানগুলিকে সাফল্য মন্ডিত করে তুলতে রাজ্যের সকল স্তরের জনগণকে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

বইমেলায় বিধানসভার অধ্যক্ষ

আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস আজ সন্ধ্যায় আগরতলা বইমেলা পরিদর্শন করেন। মেলা পরিদর্শনকালে তিনি বিভিন্ন বইয়ের স্টল ঘুরে ঘুরে দেখেন।

বইমেলায় ত্রিপুরার কথা সাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্য নিয়ে আলোচনাচক্র

আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। ৩৬ তম আগরতলা বইমেলার আজ ১১তম সন্ধ্যায় মুক্তমঞ্চে ত্রিপুরার কথা সাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্য শীর্ষক আলোচনাচক্র আয়োজিত হয়। কবি কৃষ্ণধন নাথের সঞ্চালনায় আয়োজিত এই আলোচনাচক্রে ত্রিপুরার কথা সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় ড. নির্মল দাশ রাজন্য আমলের গত শতাব্দীর ৩০ দশকের এ রাজ্যের প্রথম ঔপন্যাসিক বীরেন দত্তের উপন্যাস, লেখক বিমল সিংহ ও লেখক সমরজিৎ সিংহের লেখা বই নিয়ে আলোচনা করেন। ত্রিপুরার কথা সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করেন দেবব্রত দেব। তিনি তার আলোচনায় বলেন, কথাসাহিত্য হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনের কথা। এপ্রসঙ্গে তিনি বিলোনীয়ার লেখক নন্দ তেলির শিশি বোতল গল্পের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। আলোচনাচক্রে অনুবাদ সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় ড. মঞ্জু দাস বলেন, অনুবাদ কথাটি শুনতে সহজ হলেও বাস্তবে খুবই কঠিন বিষয়। তবু ছোট পরিসরে হলেও ত্রিপুরার ককবরক, মগ, চাকমা ইত্যাদি ভাষায় অনুবাদ সাহিত্য খুব ভালই অনুদিত হচ্ছে। যা আনন্দের বিষয়। এই অনুবাদ সাহিত্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রাঞ্জল ভাষায় ত্রিপুরার কথা সাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন আলোচক পল্লব ভট্টাচার্য্য।

এদিকে, আগরতলা বইমেলায় গতকাল দশম দিনে ১১ লক্ষ ৭১ হাজার ১৫৪ টাকার বই বিক্রি হয়েছে।

ধর্মনগরে আম্বেদকর জন্মজয়ন্তীর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন

ধর্মনগর, ১২ এপ্রিল।। আগামী ১৪ এপ্রিল ধর্মনগরে যথাযোগ্য মর্যাদায় নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ড. বি আর আম্বেদকরের ১২৮তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হবে। স্থানীয় বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে সকাল ৯টায় শুরু হবে আম্বেদকর জয়ন্তীর অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত হবে সেমিনার ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। এদিনের অনুষ্ঠানে ধর্মনগর মহকুমার তপশিলী জাতি ও ও বি সি ভুক্ত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ড. বি আর আম্বেদকর স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হবে। আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসক শরদিন্দু চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস, বিশেষ অতিথি হিসাবে ধর্মনগর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন শক্তি ভট্টাচার্য্য, কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান স্বপ্নারাণী মাহিষ্যদাস, কালাছড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপ্তিরাণী দেবনাথ, যুবরাজ নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সমীরণ দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী ভবতোষ দাস ও অলোকেশ আদিত্য, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক গুরুপদ চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। সভাপতিত্ব করবেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রসিক রঞ্জন গোস্বামী।

১৩ এপ্রিল নবীনছড়ায় রাজ্য ভিত্তিক বিঝু মেলা

কুমারঘাট, ১২ এপ্রিল।। রাজ্য ভিত্তিক বিঝু মেলা- ২০১৮ আগামীকাল পেঁচারথল ব্লকের নবীনছড়া হাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রী জুয়েল উরাম ৪৫তম এই বিঝু মেলার উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা। রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীগণ অনুষ্ঠানে সংগীত নৃত্য পরিবেশন করবেন।

ধর্মনগরে বর্ষবরণ উৎসব ২৭ এপ্রিল

ধর্মনগর, ১২ এপ্রিল।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ২৭ এপ্রিল ধর্মনগর মহকুমার শিশু উদ্যানের মুক্ত মঞ্চে বর্ষবরণ উৎসব পালন করা হবে। উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসক। সভাপতিত্ব করবেন সংগীত শিল্পী রবীন্দ্র দেবনাথ।

আমবাসা ব্লক এলাকায় শৌচালয় নির্মাণ

আমবাসা, ১২ এপ্রিল।। আমবাসা ব্লকের উদ্যোগে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে স্বচ্ছ ভারত কোশ প্রকল্পে ব্লক এলাকার ৩২৩২টি পরিবারের জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক শৌচালয় নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ১৮১৪টি পরিবারের শৌচালয় নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। বাকী আরও ১৪১৮টি শৌচালয় নির্মাণের কাজ চলছে। এরজন্য ব্যয় হচ্ছে ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা। আমবাসা ব্লকের বি ডি ও এই তথ্য জানিয়েছেন।

উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১৭,২৪৯টি পরিবারের শৌচালয় নির্মাণের কাজ শুরু

ধর্মনগর, ১২ এপ্রিল।। স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) প্রকল্পে চলতি অর্থবছরের ১ এপ্রিল থেকে আগামী ১০০ দিনের মধ্যে উত্তর জেলার ৮টি ব্লক এলাকায় ১৭ হাজার ২৪৯টি পরিবারের জন্য বিজ্ঞান সম্মত শৌচালয় নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি শৌচালয় নির্মাণে ব্যয় হবে ১২ হাজার টাকা। মোট ব্যয় হবে ২০ কোটি ৬৯ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পের উত্তর ত্রিপুরা জেলার সদস্য সচিব বিধান দাস এই সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি জানান, ১লা এপ্রিল থেকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই লক্ষ্য পূরণের জন্য কাজ শুরু হয়েছে। তিনি জানান, জেলার ১৯ হাজার ৮৭১টি এ পি এল ভুক্ত পরিবারের মধ্যে ৬ হাজার ৬৩৮টি পরিবারকে স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) প্রকল্পে বিজ্ঞান সম্মত শৌচালয় নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ১৮ হাজার ১১৫টি বি পি এল পরিবারের মধ্যে ৩ হাজার ৮৩টি পরিবারকে এই প্রকল্পে বিজ্ঞান সম্মত শৌচালয় নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, স্বচ্ছ ভারত কোশ প্রকল্পে জেলার ২২ হাজার ৬৮২টি পরিবারের মধ্যে ৬ হাজার ৮৯৮টি পরিবারকে বিজ্ঞান সম্মত শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।

করবুকের বাঁশিচন্দ্র পাড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে রাজ্য ভিত্তিক বুইসু উৎসব শুরু

করবুক,১২ এপ্রিল।। দুই দিন ব্যাপী রাজ্য ভিত্তিক বুইসু উৎসব গতকাল করবুক মহকুমার জলায়াস্থিত বাঁশিচন্দ্র পাড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শুরু হয়েছে। ত্রিপুরা চুবালাই বুথু, উপজাতি কল্যাণ দপ্তর, করবুক মহকুমা প্রশাসন এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবের গতকাল উদ্বোধন করেন সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া।

১৭তম রাজ্য ভিত্তিক বুইসু উৎসবের উদ্বোধন করে সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রয়েছে। ত্রিপুরার বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি খুবই সমৃদ্ধ। তিনি বলেন, ত্রিপুরী সম্প্রদায়েরও নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি নীতি রয়েছে। সেগুলিকে আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া খুবই জরুরী। এই ক্ষেত্রে বুইসু উৎসবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া তাঁর আলোচনায় রাজ্যের উপজাতিদের ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে প্রচুর সংখ্যক ত্রিপুরী জনজাতির মানুষ রয়েছেন। দেশ পৃথক হলেও রাজ্যের ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের সাথে তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি এক এবং অভিন্ন। তিনি ককবরক ভাষার আরও বিকাশ ঘটানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন উৎসব কমিটির আহ্বায়ক দামোদর ত্রিপুরা। উৎসবে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, বিধায়ক বুর্বামোহন ত্রিপুরা, গোমতী জেলা ওয়েলফেয়ার অফিসার প্রদীপ রিয়াং, বাংলাদেশের ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদের সাধারণ সম্পাদক অনন্ত ত্রিপুরা ও সমাজসেবী শেফালী ত্রিপুরা, ত্রিপুরা চুবালাই বুথুর সাধারণ সম্পাদক তরুণীসেন ত্রিপুরা ও সভাপতি শচীন্দ্র ত্রিপুরা প্রমুখ।

এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দপ্তরের প্রদর্শনী মন্ডপ খোলা হয়েছে। পাশাপাশি ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের পোশাক, অলঙ্কার, বাদ্যযন্ত্র সহ ব্যবহার্য্য জিনিষগুলি প্রদর্শিত হয়। এই উপলক্ষে মুক্তমঞ্চে সারারাত ব্যাপী বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের সংগীত, নৃত্য পরিবেশিত হয়। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে অর্ধশতাধিক শিল্পী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। বুইসু উৎসবে গতকাল সকালে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ২০ জন রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক বুর্বামোহন ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে ঞুদঙঞ নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

অমরপুরে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ১৫ এপ্রিল

অমরপুর,১২ এপ্রিল।। অমরপুর মহকুমা প্রশাসন, নগর পঞ্চায়েত এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আগামী ১৫ এপ্রিল অমরপুরে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় স্থানীয় শ্রীশ্রী মাতা মঙ্গলচন্ডী বাড়ি সংলগ্ন মাঠে এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হবে। এতে মহকুমার শিল্পীরা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

গঙ্গানগর এলাকার বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

আমবাসা,১২ এপ্রিল।। গঙ্গানগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে গত মার্চ মাসে আমবাসা মহকুমা এলাকার ৭টি এ ডি সি ভিলেজে মোট ৩৮টি স্বাস্থ্য শিবির সংগঠিত করা হয়েছে। শিবিরগুলিতে মোট ৯০৬ জনকে চিকিৎসা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়েছে। শিবিরে ম্যালেরিয়া, ডায়ারিয়া সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন করার লক্ষ্যে সচেতনতামূলক আলোচনাচক্রেরও আয়োজন করা হয়।

গোমতী জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

উদয়পুর, ১০ এপ্রিল।। গোমতী জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা গতকাল পরিষদের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থায়ী কমিটির সদস্য রেখা রাণী মজুমদার। সভায় শিল্প, হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় শিল্প দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পি এম ই জি পি প্রকল্পে জেলার ২০২ জন বেকার যুবক যুবতীর মধ্যে ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এখন পর্যন্ত এই প্রকল্পে ১৩৩ জনকে ঋণ দেবার অনুমোদন পাওয়া গেছে। অপরদিকে স্বাবলম্বন প্রকল্পে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৪৭৩ জন বেকার যুবক যুবতীর মধ্যে বিভিন্ন স্কীমে ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে এখন পর্যন্ত ৩৯৬ জনকে ঋণ দেবার অনুমোদন পাওয়া গেছে। সভায় হস্ততাঁত হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের প্রতিনিধি জানান তুঁতচাষ প্রকল্পে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এখন পর্যন্ত জেলার ৪৩৮ জন সুবিধাভোগীকে ১৮৫.০৫ একর জমিতে তুঁতবাগান করে দেওয়া হয়েছে। এই কাজে ব্যয় হয়েছে ৪৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৮১১ টাকা। এতে শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ২১ হাজার ৯৭৩টি। তিনি জানান সূতা উৎপাদন হয়েছে ১৯০.৩৭০ কেজি। যার বাজার মূল্য ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৪ টাকা। সভায় গ্রামীণ জীবিকা মিশন প্রকল্পের কাজকর্ম নিয়েও আলোচনা করা হয়। সভায় গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুনীতি সাহা, সহকারী সভাধিপতি দীনবন্ধু দাস সহ কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

শান্তিরবাজার মহকুমা এলাকায় প্রশাসনিক শিবির

শান্তিরবাজার, ১০ এপ্রিল।। শান্তিরবাজার মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে চলতি মাসে মহকুমা এলাকার ৩টি জায়গায় প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১২ এপ্রিল জোলাইবাড়ী ব্লকের আভাংছড়া এডিসি ভিলেজস্থিত ঠাকুরছড়া হাইস্কুল, ১৭ এপ্রিল কোয়াইফাং এডিসি ভিলেজস্থিত কোয়াইফাং কমিউনিটি হল এবং ২৩ এপ্রিল মুহুরীপুর আর.এফ- এর কালমা হাইস্কুলে এই প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি শিবির শুরু হবে সকাল ১০টায় । শান্তিরবাজার মহকুমা প্রশাসন থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার সাধারণ জনগণকে ঐ শিবিরের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

খোয়াই - এ শিশুদের টিকাকরণ কর্মসূচী

খোয়াই, ১০ এপ্রিল।। চলতি মাসে খোয়াই জেলা হাসপাতালের আওতাধীন বিভিন্ন হেল্থ সাব-সেন্টারে শিশুদের বিনামূল্যে টিকাকরণ করা হবে। খোয়াই জেলা হাসপাতালের উদ্যোগে মোট ২১টি স্থানে টিকাকরণ করা হবে। কর্মসূচী অনুযায়ী ১১ই এপ্রিল পশ্চিম গনকী হেল্থ সাব-সেন্টারে, পূর্ব গনকী সাব-সেন্টারে, পূর্ব সিঙ্গিছড়া সাব-সেন্টারে, উত্তর সিঙ্গিছড়া সাব-সেন্টারে, মধ্য সিঙ্গিছড়া সাব-সেন্টারে, সমতল পদ্মবিল সাব-সেন্টারে, ধলাবিল সাব-সেন্টারে, বারবিল সাব-সেন্টারে ও পশ্চিম সোনাতলা সাব-সেন্টারে, ১৪ এপ্রিল খোয়াই এম সি এইচ হলে, জাম্বুরা হেল্থ সাব-সেন্টারে ও সোনাতলা হেল্থ সাব-সেন্টারে, ১৮ এপ্রিল খোয়াই জেলা হাসপাতালের এম সি এইচ হলে, মধ্য গনকী সাব-সেন্টারে, পশ্চিম সিঙ্গিছড়া ও জম্বুরা সাব-সেন্টারে, পহরমুড়া সাব-সেন্টারে, ২৫ এপ্রিল খোয়াই এম সি এইচ হলে, মধ্য গনকী-সাবসেন্টারে, পশ্চিম সিঙ্গিছড়া সাব-সেন্টারে, ২৮ এপ্রিল খোয়াই এম সি এইচ হলে শিশুদের টিকাকরণ করা হবে। এই শিবিরগুলিতে বিনামূল্যে টিকাকরণের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: পি কে মজুমদার অনুরোধ জানিয়েছেন।

খোয়াইয়ে রক্তদান শিবির

খোয়াই, ১০ এপ্রিল।। খোয়াই অফিসটিলাস্থিত স্কাইলার্ক ক্লাবের উদ্যোগে আজ স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে এই শিবিরের উদ্বোধন করেন খোয়াই জেলার জেলা শাসক ড. এস-এন মাহাত্মে। তিনি রক্তদানের মত গুরুত্বপূর্ণ সমাজিক কাজে এগিয়ে আসতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে খোয়াই জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ ধনঞ্জয় রিয়াং রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী মনোজ কান্তি দাস, সুব্রত মজুমদার প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন রঞ্জন দাস। শিবিরে মোট ৩১জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

সাব্রুমে বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত

সাব্রুম, ১০ এপ্রিল।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে ৮ এপ্রিল বিকেলে সাব্রুম মেলার মাঠে বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিধায়ক শংকর রায় প্রদীপ জ্বেলে উৎসবের সূচনা করেন। উদ্বোধকের ভাষণে বিধায়ক শ্রীরায় বসন্ত উৎসবকে মিলন ও যৌবনের উৎসব বলে অভিহিত করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট লেখক দীপক দাস। উৎসবে বিভিন্ন অংশের শিল্পীরা বাংলা,ককবরক সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

কৃষ্ণপুর চা বাগানে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

মোহনপুর, ১০ এপ্রিল।। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ৬ এপ্রিল মোহনপুর ব্লকের কৃষ্ণপুর চা বাগানে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৬৫জন রোগীর স্বাস্থ্য ও রক্ত পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়।

প্লাষ্টিকের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করা চলবেনা

আগরতলা, ০৭ এপ্রিল।। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্তরের অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক কিংবা খেলাধূলার অনুষ্ঠানে কাগজের তৈরী জাতীয় পতাকা ব্যবহার নিশ্চিত করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। ফ্লাগ কোড অব ইন্ডিয়া-২০০২' এর ধারা অনুযায়ী জাতীয় পতাকার সম্মানার্থেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কেননা দেখা গেছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্লাষ্টিকের তৈরী জাতীয় পতাকা ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তা সহজে পচনশীল নয় বলে যত্রতত্র অবহেলিতভাবে ছড়িয়ে থাকছে। আরো অনুরোধ করা হয়েছে অনুষ্ঠান শেষে কাগজের পতাকাগুলিকে অবহেলায় ফেলে না রেখে যাতে উপযুক্ত স্থানে সরিয়ে রাখা হয়। সর্বসাধারণের অবগতির জন্য রাজ্যের সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞক্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

দেবীপুরে প্রশাসনিক শিবির

শান্তিরবাজার, ০৭ এপ্রিল।। সাধারণ মানুষের কাছে প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সম্প্রতি বকাফা ব্লকের দেবীপুর এ ডি সি ভিলেজস্থিত দেবীপুর কমিউনিটি হলে এক দিনের এক প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে তাৎক্ষণিক আবেদনের ভিত্তিতে ১১০ জনকে এস টি সার্টিফিকেট, ৯৮ জনকে ইনকাম সার্টিফিকেট এবং ৩৫ জনকে বিবাহ নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এছাড়া, ত্রিপুরায় স্থায়ী বসবাসের সার্টিফিকেটের জন্য ৩০০ জনের আবেদন পত্র জমা রাখা হয়। অন্যদিকে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ৪০ জন রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের পক্ষ থেকে ২১৫টি গৃহ পালিত পশু-পাখীর বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করে ঐ সব প্রাণী পালকদেরকে বিভিন্ন ঔষধ দেওয়া হয়। শিবিরে ভারপ্রাপ্ত এস ডি এম প্রদীপ সরকার সহ অন্যান্য দপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের আগাম প্রস্তুতি হিসাবে ধলাই জেলাই বৈঠক

আমবাসা, ০৭ এপ্রিল।। ধলাই জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ঝড় ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের আগাম প্রস্তুতি হিসাবে কি কি ব্যবস্থা নেয়া যায় তার উপর জেলা শাসকের কার্যালয়ে একটি সভা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত জেলা শাসক দিলীপ কুমার চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলার মহকুমা শাসকগণ এবং বি ডি ও গণ সহ বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ। সভায় সিদ্ধান্ত হয় প্রতিটি মহকুমায় একটি করে কন্ট্রোল রুম খোলা হবে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় সেটি ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে। এপ্রিল মাসের মধ্যে সমস্ত মহকুমা শাসকদের বলা হয়েছে যে বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য একটি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরী করতে। গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ স্তরে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলায় জন্য দল গঠন করা হবে। তার জন্য ধলাই জেলার ৩০টি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ৩০ জন করে যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।